ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
******

স-৫৫০৬
আগরতলা, ৯ মার্চ, ২০২৬

পশ্চিমবঙ্গের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি পর্যালোচনা করল নির্বাচন কমিশন

১। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার **জ্ঞানেশ কুমার** (CEC), নির্বাচন কমিশনার **ড. সুখবীর সিং সান্ধু** এবং **ড. বিবেক জোশী**-র সঙ্গে আজ কলকাতায় পশ্চিমবঙ্গের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি নিয়ে একটি বিস্তারিত ও সমন্বিত পর্যালোচনা বৈঠক করেন।

২। পর্যালোচনা সফরের সময় কমিশন স্বীকৃত জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিনিধিদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। এই দলগুলির মধ্যে ছিল **আম আদমি পার্টি**, **ভারতীয় জনতা পার্টি**, **কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়া (মার্কসবাদী)**, **ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস** এবং **ন্যাশনাল পিপলস পার্টি**। এছাড়াও স্বীকৃত রাজ্য রাজনৈতিক দল **অল ইন্ডিয়া ফরওয়ার্ড ব্লক** এবং **অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস**-এর প্রতিনিধিদের সঙ্গেও আলোচনা করেন এবং তাদের মতামত গ্রহণ করেন।

৩। অধিকাংশ রাজনৈতিক দল পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে নির্বাচন কমিশনের পরিচালিত বৃহৎ **এসআইআর (SIR) কার্যক্রম**-এর প্রশংসা করেন এবং নির্বাচন কমিশনের প্রতি তাদের সম্পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস ব্যক্ত করেন।

৪। রাজনৈতিক দলগুলি কমিশনকে অনুরোধ জানায় যে আসন্ন নির্বাচনের সময় ভোটারদের বিরুদ্ধে কোনো ধরনের আক্রমণ বা ভয়ভীতি প্রদর্শনের ঘটনা যাতে না ঘটে, তা নিশ্চিত করতে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক। তারা শান্তিপূর্ণ, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করার আহ্বান জানায়।

৫। রাজনৈতিক দলগুলি প্রত্যেক ভোটারের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং নির্বাচনী সহিংসতা রোধে বৃহৎ সংখ্যায় **কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী (CAPF)** মোতায়েনের আহ্বান জানায়। কিছু রাজনৈতিক দল নির্বাচনের সময় কাঁচা বোমা, অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র, অর্থবল ও পেশিশক্তির সম্ভাব্য ব্যবহার নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

৬। রাজনৈতিক দলগুলি কমিশনকে অনুরোধ করেন নির্বাচন এক বা দুই দফায় সম্পন্ন করার জন্য।

৭। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার **জ্ঞানেশ কুমার** রাজনৈতিক দলগুলিকে আশ্বস্ত করেন যে ভারতে নির্বাচন আইন অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হয় এবং পশ্চিমবঙ্গে নিরপেক্ষ, স্বচ্ছ ও অবাধ নির্বাচন নিশ্চিত করতে নির্বাচন কমিশন কোনো প্রচেষ্টাই বাকি রাখবে না।

৮। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার বলেন যে ভোটার বা নির্বাচন কর্মীদের বিরুদ্ধে সহিংসতা বা ভয়ভীতি প্রদর্শনের ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের ydqn snkdq`mbd **নীতি** থাকবে।

৯। রাজনৈতিক দলগুলি কমিশনকে আশ্বস্ত করে যে পশ্চিমবঙ্গে সহিংসতামুক্ত নির্বাচন নিশ্চিত করতে তারা পূর্ণ সহযোগিতা করবে।

১০। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার পুনরায় উল্লেখ করেন যে **এসআইআর (SIR)** সম্পূর্ণ স্বচ্ছ পদ্ধতিতে পরিচালিত হয়েছে। তিনি বলেন, এসআইআর-এর উদ্দেশ্য হল যাতে কোনো যোগ্য ভোটার বাদ না পড়ে এবং কোনো অযোগ্য ব্যক্তি ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত না হয়। তিনি আরও জানান যে অন্তর্ভুক্তি, বর্জন বা সংশোধনের জন্য এখনও **ফর্ম ৬/৭/৮** জমা দেওয়া যেতে পারে।

১১। পরে কমিশন আইন প্রয়োগকারী সংস্থার প্রধান/নোডাল অফিসার, আইজি, ডিআইজি, ডিভিশনাল কমিশনার, পুলিশ কমিশনার, জেলা নির্বাচন আধিকারিক (DEO) এবং এসএসপি/এসপি-দের সঙ্গে নির্বাচন পরিকল্পনা, ইভিএম ব্যবস্থাপনা, লজিস্টিক ব্যবস্থা, নির্বাচন কর্মীদের প্রশিক্ষণ, জব্দ অভিযান, আইন-শৃঙ্খলা, ভোটার সচেতনতা ও জনসংযোগ কার্যক্রমসহ নির্বাচনের প্রতিটি বিষয় নিয়ে বিস্তারিত পর্যালোচনা করেন।

১২। কমিশন আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সকল প্রধান/নোডাল অফিসারদের সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতার সঙ্গে কাজ করতে এবং প্রলোভনমূলক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেয়।

১৩। কমিশন সকল জেলা নির্বাচন আধিকারিকদের নির্দেশ দেয় যাতে ভোটারদের সুবিধার জন্য সকল ভোটকেন্দ্রে **নিশ্চিত ন্যূনতম সুবিধা (AMF)** যেমন q`lor, হুইলচেয়ার এবং পানীয় জলের ব্যবস্থা রাখা হয়। রাজ্য নির্বাচন কমিশন থেকে এক প্রেস মিটে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

****